মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতি

**সত্য**

গান্ধী তার জীবনকে সত্য অনুসন্ধানের বৃহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, এবং নিজের উপর নিরীক্ষা চালিয়ে তা অর্জন করেছিলেন। তিনি তার আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন *দি স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেণ্টস উইথ ট্রুথ* যার অর্থ সত্যকে নিয়ে আমার নিরীক্ষার গল্প। গান্ধী বলেন তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল নিজের অন্ধকার, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতাকে কাটিয়ে ওঠা। গান্ধী তার বিশ্বাসকে প্রথম সংক্ষিপ্ত করে বলেন, ঈশ্বর হল সত্য। পরবর্তীতে তিনি তার মত বদলে বলেন, সত্য হল ঈশ্বর। এর অর্থ সত্যই হল ঈশ্বরের ক্ষেত্রে গান্ধীর দর্শন।

**অহিংসা**

গান্ধী তার জীবনীতে অহিংসা সম্পর্কে বলেন: “যখন আমি হতাশ হই, আমি স্মরণ করি সমগ্র ইতিহাসেই সত্য ও ভালবাসার জয় হয়েছে।

**নিরামিষভোজন**

নিরামিষভোজন এর ধারণা হিন্দু ও জৈন ধর্মে গভীরভাবে বিদ্যমান এবং তার স্থানীয় রাজ্য [গুজরাটে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9F" \o "গুজরাট) বেশির ভাগ হিন্দুই ছিলেন নিরামিষভোজী। [গান্ধী পরিবারও](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1" \o "গান্ধী-নেহরু পরিবার (পাতার অস্তিত্ব নেই)) এর ব্যতিক্রম ছিল না। লন্ডনে পড়তে যাবার আগে গান্ধী তার মা পুতলিবাই এবং চাচা বেচারজির কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি মাংস খাওয়া, মদ্যপান এবং নারীসঙ্গ থেকে বিরত থাকবেন। তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি একটি দর্শন লাভ করেছিলেন। গান্ধী পরবর্তী জীবনে একজন পূর্ণ নিরামিষভোজী হয়ে ওঠেন।

**ব্রহ্মচর্য**

গান্ধীর কাছে ব্রহ্মচর্যের অর্থ, "চিন্তা, বাক্য ও কর্মের নিয়ন্ত্রণ"।

**বিশ্বাস**

গান্ধী হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার সারা জীবন ধরে হিন্দুধর্মের চর্চা করেন। হিন্দুধর্ম থেকেই তিনি তার অধিকাংশ আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি সকল ধর্মকে সমানভাবে বিবেচনা করতেন এবং তাকে এই ধারণা থেকে বিচ্যুত করার সব প্রচেষ্টা প্রতিহত করেন। তিনি ব্রহ্মবাদে আগ্রহী ছিলেন এবং সব বড় ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। হিন্দুবাদ সম্পর্কে তিনি নিচের উক্তিটি করেন:

হিন্দুবাদ আমাকে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত করে, আমার সম্পুর্ণ সত্ত্বাকে পরিপূর্ণ করে...। যখন সংশয় আমাকে আঘাত করে, যখন হতাশা আমার মুখের দিকে কড়া চোখে তাকায় এবং যখন দিগন্তে আমি একবিন্দু আলোও দেখতে না পাই, তখন আমি [ভগবত গীতার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A4_%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE" \o "ভগবত গীতা) দিকে ফিরে তাকাই এবং নিজেকে শান্ত করার একটি পঙক্তি খুঁজে নিই; আমি অনতিবিলম্বে অত্যধিক কষ্টের মাঝেও হেসে উঠি। আমি ভগবত গীতার শিক্ষার কাছে কৃতজ্ঞ।

**সরলতা**

গান্ধী প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি অবশ্যই সাধারণ জীবন যাপন করবে যেটা তার মতে তাকে ব্রহ্মচর্যের পথে নিয়ে যাবে । তিনি এটিকে "শূন্যে নেমে যাওয়া" হিসেবে আখ্যায়িত করেন যার মধ্যে ছিল অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ফেলা, সাদামাটা জীবনযাপন গ্রহণ করা এবং নিজের কাপড় নিজে ধোয়া।

**পোশাক**

গান্ধীর জামাকাপড়ের কমতি দেখে ওই সময়েই গান্ধীকে দেখতে যাওয়া তার অনুরাগী অভিনেতা [চার্লি চ্যাপলিন](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF_%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8" \o "চার্লি চ্যাপলিন) বলেন, শীতের দেশে গান্ধী ওই পোশাকে এসে নিজেকে এমনভাবে আলোচিত করে না-তুললেও পারতেন৷পরিধেয় নিয়ে গান্ধী নিজে অবশ্য মোটেই বিব্রতবোধ করেন নি, উষ্ণ আবহাওয়া ও দারিদ্র্যের কারণে ভারতীয়দের পোশাক ওই রকমেরই মামুলি হওয়া দরকার বলে তিনি ভাবতেন৷